হাসির গল্পে প্রহসন

যষ্ঠ খণ্ড

গিরিশচন্দ্র ঘোষ

সম্পাদনা
বিজিত ঘোষ

পুনশ্চ
৯এ, নবীন কুণ্ডু লেন
কলকাতা-৭০০০০৯

সূচিপত্র

- ম্যায়সা-কা-ত্যায়সা ১৫
- বেল্লিক-বাজার ৫৭
- সভ্যতার পাণ্ডা ৮৩
- সপ্তমীতে বিসর্জ্জন ১১৫
- বড়দিনের বখশিস ১৩৭

ভূমিকা

অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে রুশদেশবাসী হেরাসিম লেবেডেফ (১৭৪৯-১৮১৮) নামের এক বিদেশি সর্বপ্রথম বাংলা নাট্যশালার দ্বার উদ্‌ঘাটন করেন। সেই নাট্যশালার নামকরণ করা হয় Bengally Theatre। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, সেখানে প্রথম অভিনীত বাংলা নাটকটি ('কাল্পনিক সংবদল') একটি ইংরেজি প্রহসনের ('The Disguise' / Richardpaul Jaddrell) বাংলা অনুবাদ।

'বেঙ্গালি থিয়েটার'-এ অভিনয়ের উদ্দেশ্যে লেবেডেফ তাঁর বাংলা ভাষা-শিক্ষক গোলোকনাথ দাসের সহযোগিতায় 'The Disguise' ও 'Love is the Best Doctor' নামের দুটি ইংরেজি প্রহসনের বাংলায় অনুবাদ করেন। প্রহসন দুটির মধ্যে বাঙালি দর্শকের রুচি অনুযায়ী বেশ কিছু দৃশ্য ও চরিত্রও (চৌকিদার, পাহারওয়ালা, চোর, ঘুনিয়া, উকিল, গোমস্তা, ডাকাত প্রভৃতি) সৃষ্টি করা হয়।

এই 'কাল্পনিক সংবদল'-ই বাংলা ভাষায় অনূদিত প্রথম প্রহসন। প্রথম বাংলা নাট্যশালা 'বেঙ্গালি থিয়েটার'-এ (২৫ নং ডোমতলা) প্রথম বাংলা প্রহসন 'কাল্পনিক সংবদল'-এর অভিনয়ের দিনটি ছিল ১৭৯৫ সালের ২৭ নভেম্বর। শুক্রবার। রাত ৮ ঘটিকায়। টিকিটের মূল্য ছিল যথাক্রমে বক্স ও পিট-সিক্কা আট টাকা এবং গ্যালারি-সিক্কা চার টাকা। এই অভিনয়ে প্রচুর জনসমাগম হয়েছিল।

বাংলায় প্রথম মৌলিক নাটক রচিত হয় ১৮৫২-তে। এই একই বছরে আমরা দুটি মৌলিক নাটকের সন্ধান পাই। একটি তারাচরণ শিকদারের 'ভদ্রার্জুন'। অন্যটি জি.সি. (যোগেন্দ্রচন্দ্র) গুপ্তের 'কীর্তিবিলাস'। 'ভদ্রার্জুন' এক ধরনের রোমান্টিক কমেডি। 'কীর্তিবিলাস'-এ আছে ট্রাজেডি রচনার প্রয়াস।

বাংলা নাট্যসাহিত্যের শ্রেষ্ঠ প্রতিভা শ্রী মধুসূদন দত্তের (১৮২৪-১৮৭৩)-ও আগে হরচন্দ্র ঘোষ, রামনারায়ণ তর্করত্ন (১৮২২-১৮৮৬) ও কালীপ্রসন্ন সিংহ (১৮৪০-১৮৭০) মহাশয় সমকালে যথেষ্ট জনপ্রিয়তা পেয়েছিলেন।

অবশ্য হরচন্দ্র ঘোষের অধিকাংশ নাটকই অনূদিত। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, তাঁর প্রথম নাটক 'ভানুমতী চিত্তবিলাস' (১৮৫৩) শেকস্‌পিয়রের 'Merchant of Venice' নাটকের ভাবানুবাদ। 'Romeo and Juliet'-এর অনুবাদ 'চারুমুখ চিত্তহারা' (১৮৬৪)।

নাট্যরচনার ক্ষেত্রে হরচন্দ্র ঘোষ কোনো মৌলিকতা দাবি করতে পারেন না। তবে বাংলা নাট্যসাহিত্যের ধারায় সফল অনুবাদকদের মধ্যে প্রথমেই তাঁর নাম শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয়।

১৮৫৩-তে কালীপ্রসন্ন সিংহ 'বাবু' নামের একটি প্রহসন রচনা করেন। কিন্তু এই প্রহসনটি কোথাও অভিনীত হয়েছিল বলে মনে হয় না। বাংলা নাট্যসাহিত্যের ধারায় প্রথম মৌলিক প্রহসন হিসেবে ঐতিহাসিক কারণে নামোল্লেখটুকু ছাড়া এই রচনাটির আর কোনোই মূল্য নেই।

তবে সমস্ত কিছুরই আরম্ভেরও আগে একটা সূচনা থাকে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর অনবদ্য ভাষায় যাকে বলেছেন, 'প্রদীপ জ্বালাবার আগে সলতে পাকানো'। এই সলতে-পাকানোর কাজটি ঐতিহাসিক দিক থেকে কম মূল্যবান নয়।

বাংলা প্রহসনের ক্ষেত্রে সেই কাজটি প্রথম করে গেছেন শ্রী ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় (১৭৮৭-১৮৪৮)। তাঁর 'কলিকাতা কমলালয়', 'নববাবুবিলাস', 'নববিবিবিলাস' প্রভৃতি ব্যঙ্গাত্মক সামাজিক নকশাগুলিকে বাংলা প্রহসনের পূর্বাভাস নামে আখ্যা দেওয়া যেতেই পারে।

তাছাড়া ১৮২১-২২ খ্রীষ্টাব্দে 'সমাচার দর্পণ' পত্রিকায় বাবুর উপাখ্যান, শৌরীন বাবু, বৃদ্ধের বিবাহ প্রভৃতি যে ব্যঙ্গরচনাগুলি প্রকাশিত হয়েছিল, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় অনুমান করেন সেগুলো লিখেছিলেন ভবানীচরণই। বস্তুত উত্তরকালে আলালের ঘরের দুলাল, হুতোম প্যাঁচার নকশা প্রভৃতি গ্রন্থের উৎস বলা যেতে পারে ভবানীচরণের এ সকল লেখাকেই। এই নকশাজাতীয় রচনায় পরবর্তী কালে বিশেষ জনপ্রিয়তা পেয়েছিল শ্রীকালীপ্রসন্ন সিংহের (১৮৪০-১৮৭০) 'হুতোম প্যাঁচার নক্সা' (১৮৬২)।

রামনারায়ণ তর্করত্নের (১৮২২-১৮৮৬) প্রথম প্রহসন 'কুলীনকুলসর্বস্ব' প্রকাশিত হয় ১৮৫৪ সালে। এটিই বাংলা ভাষায় রচিত প্রথম যথার্থ মৌলিক প্রহসন। এই প্রহসনটিতে বাস্তব সমাজ-সমস্যা যেভাবে দেখানো হয়েছিল, তার ঐতিহাসিক মূল্য আজও অনস্বীকার্য।

ভরত তাঁর নাট্যশাস্ত্রে দশ প্রকার রূপকের উল্লেখ করেছেন।

নাটকং সপ্রকরণমঙ্কো ব্যায়োগ এব চ।
ভাণঃ সমকারশ্চ বীথী প্রহসনং ডিমঃ।।
ইহামৃগশ্চ বিজ্ঞেয়ো দশমো নাট্যলক্ষণে।

।। নাট্যশাস্ত্র।। ১৮শ অধ্যায় ।।

এই রূপকগুলির মধ্যে হাস্যরসাত্মক প্রহসনের কথাও বিশেষভাবে উল্লিখিত হয়েছে।

ভরতের নাট্যশাস্ত্রে শুদ্ধ ও সংকীর্ণ দু'রকম প্রহসনের কথাই বলা হয়েছে। নিম্নশ্রেণির লোককে ভরত প্রহসনের চরিত্র হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। হাস্যরসাত্মক প্রহসনের প্রতি অবজ্ঞা দেখানো হলেও তাকে বাদ দিয়ে কখনো কোনো নাট্যকার স্রেফ গুরুগম্ভীর নাটক নিয়ে চলতে পারেন নি।

প্রাচীনকালে গ্রিক ত্রয়ী নাটকের (Trilogy) অভিনয়ের পরই অভিনীত হত আর একটি কৌতুক-নাটকের। তাকে বলা হত Satyric drama । প্রসঙ্গত উল্লেখ্য ইউরিপিডিসের Cyclops নামের কৌতুক নাটকটি।

বিশ্বের শ্রেষ্ঠ নাট্য-প্রতিভা শেকস্‌পিয়রও ট্রাজেডির পাশাপাশি সমগুরুত্ব দিয়ে রচনা করে গেছেন একাধিক অসামান্য কমেডি।

প্রথমদিকে বাংলা নাটকের ক্ষেত্রেও প্রায়শই এমনটি দেখা যেত। সেখানে গম্ভীর রসাত্মক কোনো নাটকের সঙ্গে আর একটি কৌতুকরসাত্মক নাটিকারও অভিনয় হত।

সেই মজাদার মঞ্চসফল দর্শকপ্রিয় নাটিকাগুলিকে কখনো বলা হত পঞ্চরং। কখনো নকশা। কখনো বা প্রহসন।

সমাজের নানাবিধ কু-রীতি শোধনের উদ্দেশ্যে রহস্যজনক ঘটনা অবলম্বনে হাস্যরসপ্রধান একাঙ্কিকা নাটককে সংস্কৃত আলংকারিকগণ 'প্রহসন' নামে অভিহিত করেছেন। সেই প্রেক্ষিতে (সংস্কৃত মতে) রামনারায়ণ তর্করত্নের 'কুলীনকুলসর্বস্ব' একটি যথার্থ প্রহসন।

প্রহসনে অধিকাংশ সময়েই ঘটনাবিন্যাসের ক্ষেত্রে অথবা চরিত্র-নির্মাণের ব্যাপারে অতিরঞ্জনের আশ্রয় নেওয়া হয়। তবে চরিত্র অঙ্কন অপেক্ষা ঘটনাবিন্যাসের প্রাধান্যই বেশিরভাগ প্রহসনের মূল লক্ষ্য থাকে।

প্রহসনে সাধারণত জীবনের খণ্ডাংশেরই অতিরঞ্জিত চিত্র প্রদর্শিত হয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে হাস্যরসময় জীবনালেখ্য সৃষ্টিই এর মূল অভিপ্রায়। ল্যাটিন 'Farcio' থেকে উদ্ভূত ইংরেজি 'Farce' শব্দটিরই প্রতিশব্দ হল 'প্রহসন'। যার মূল লক্ষ্য হাস্যরসাত্মক জীবনালেখ্য নির্মাণ। সেই সূত্রে প্রহসনকে অনেকে 'The type of drama stuffed with low humour and extravagant wit' বলে অভিহিত করে থাকেন।

সংস্কৃত আলংকারিকগণও বলেছেন ঃ 'হাস্যোদ্দীপক কাব্যন্তু প্রহসনমিতি স্মৃতম্।'

এই ধরনের লঘু-কল্পনাময়, আতিশয্য-ব্যঞ্জক, হাস্যরসাত্মক প্রহসনের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখ্য Aristophanes-এর 'The Frogs', Moliere-এর 'Le Bourgeis Gentle Homme', 'Le Misanthrope', Sheridan-এর 'The Scheming Lieutenant', Oscar Wilde-এর 'The Importance of Being Earnest' ইত্যাদি।

প্রহসনে সামাজিক অসংগতির, মানবিক চিন্তা-চেতনার অসংগতির ছবি ফুটে ওঠে। প্রহসনের মধ্যে সামাজিক দুর্নীতি থেকে মুক্ত হওয়ার প্রবণতায় হাস্যরস বা ব্যঙ্গরসের প্রয়োগ একটি বিশেষ দিক।

প্রহসনের সংজ্ঞা হিসেবে বলা যেতে পারে, 'Farce is a form of Comedy stuffed with low humour and extravaged wit'।

কতকগুলি সাধারণ লক্ষণ প্রহসনে প্রাধান্য পায় ঃ

১. সামাজিক কোনো ভ্রষ্টাচারের চিত্র প্রহসনে উদ্‌ঘাটিত হয়ে থাকে।

২. হাস্যরসের আশ্রয়েই সেই সমস্যাকে উত্থাপিত করা হয়।

৩. প্রহসনে নাটকীয় চরিত্র অপেক্ষা type জাতীয় চরিত্রেরই প্রাধান্য লক্ষণীয়।

৪. অনেকসময় মূল কাহিনির থেকে পারিপার্শ্বিক ঘটনার দিকে লেখক গুরুত্ব দেন অধিক।

৫. সংলাপ-প্রাধান্য প্রহসনের একটি প্রধান দিক।

৬. প্রহসনের সমাপ্তির কমিক-রস মিলনান্তক হয়েও সেখানে কৌতুকরসেরই প্রাধান্য লক্ষ্য করা যায়।

প্রহসনের (Farce) হাস্যরস প্রধানত ঘটনানির্ভর। এখানে কৌতুকরসেরই অনিবার্য প্রবাহ লক্ষ্য করা যায়। ঘটনার আকস্মিকতা, উদ্ভট কল্পনা আর অতিরঞ্জনই প্রহসনের প্রধান লক্ষ্য। প্রহসনের আলোচনা প্রসঙ্গে ড্রাইডেন বলেছেন ঃ 'Farce entertains us with what is monstrous and chimerical'. [Dramatic Essays by John Dryden, P.78 (Everyman's Library)]। প্রহসনে উদ্দাম উল্লাসের অট্টহাসিতে পাঠক-দর্শক এক ধরনের উত্তেজনা অনুভব করে।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, শেকস্‌পিয়রের 'Merry Wives of Windsor' প্রহসনে পরিহাসপ্রিয় দুই নারী আর পরির ছদ্মবেশধারী বিভিন্ন চরিত্র ফলস্টাফকে নিয়ে বিচিত্র সব কাণ্ডকারখানা বাঁধিয়ে দেয়। তাতে সকলে প্রবল হাসির দাপটে একেবারে ফেটে পড়ে।

শেকস্‌পিয়রের 'Comedy of Errors' প্রহসনটির অনাবিল কৌতুক হাস্যরসে আমরা আপ্লুত না হয়ে পারি নে। দুই যমজ ভাই আর তাদের দুই যমজ ভৃত্য। প্রহসনটির কাহিনিতে তাদের চেহারার সাদৃশ্যের ক্ষেত্রে নানারকম কৌতুককর পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে। তখনই প্রহসনটির মধ্যে প্রবাহিত হয়েছে উচ্ছ্বসিত হাস্যরসের ফল্গুধারা।

অমৃতলাল বসুর (১৮৫৩-১৯২৯) 'তাজ্জব ব্যাপার' প্রহসনের মূল উপজীব্য নারী-পুরুষের বৃত্তি-বিপর্যয়। আর সেখানেই সৃষ্টি হয়েছে অনন্যসাধারণ অদ্ভুত উদ্ভট-রস।

এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখ্য জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'কিঞ্চিৎ জলযোগ', 'অলীকবাবু', দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের 'কল্কি অবতার', 'বিরহ', 'পুনর্জন্ম'; রবীন্দ্রনাথের 'চিরকুমারসভা', 'বৈকুণ্ঠের খাতা' প্রভৃতি প্রহসনগুলির কথা।

'জামাই-বারিক' প্রহসনে দীনবন্ধু মিত্র অসাধারণ কৌতুকরস (Fun) সৃষ্টি করেছেন। এখানে ঘরজামাইদের দুরবস্থার চিত্রটি অনবদ্য। হাস্যরস পরিবেশনে সুনিপুণ দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন দীনবন্ধু এই প্রহসনে। দুই সতীনের ঝগড়ার অতিরঞ্জিত বৃত্তান্তটিও অপূর্ব হাস্যরসের জোগান দিয়েছে। বাস্তব ঝগড়ার এমন জীবন্ত দৃশ্য বাংলা সাহিত্যের আর কোনো গ্রন্থে কখনো প্রকাশিত হয়েছে বলে মনে হয় না।

'জামাইবারিক' প্রহসনে করুণ হাস্যরস (Humour) সৃষ্টির ব্যাপারটিকেও দীনবন্ধু অসামান্য মুন্সীয়ানায় ফুটিয়ে তুলেছেন।

আবার দীনবন্ধুর 'জামাই বারিক'-এর হিউমারের কারুণ্যের বিপরীতে অ-সাধারণ ব্যঙ্গের জ্বালা লক্ষ্য করা যায় মধুসূদন দত্তের (১৮২৪-১৮৭৩) 'বুড় শালিকের ঘাড়ে রোঁ' প্রহসনটিতে। 'একেই কি বলে সভ্যতা' প্রহসনে মধুসূদন সংলাপের ক্ষেত্রে অনন্য-সাধারণ বাগ্‌বৈদগ্ধ্যের (Wit) পরিচয় দিয়েছেন।

মোটের উপর করুণ হাস্যরস (Humour), বাগ্‌বৈদগ্ধ্য (Wit), ব্যঙ্গরস (Satire) বা কৌতুকরস (Fun), যাই থাক না কেন, প্রহসন মাত্রেরই মূল উদ্দেশ্য হল প্রবল ও অনর্গল হাস্যরস সৃষ্টি করে যাওয়া। যে কোনো প্রকার (শ্রেণি) হাস্যরস সৃষ্টিই প্রহসনকারের প্রথম ও প্রধান কাজ।

হাস্যরসই প্রহসনের প্রাণ। সমাজের যে কোনো বিকার বা সামাজিক চরিত্রের নানারকম অসংগতিই প্রধানত প্রহসনের বিষয় হয়ে ওঠে। সংগত, স্বাভাবিক ও সাধারণ জীবনধারার

ব্যতিক্রমের পথ বেয়েই হাস্যরসের আগমন ঘটে। যে কারণে অধিকাংশ প্রহসনের কাহিনি তথা গল্পে উদ্ভট ঘটনা বা অদ্ভুত চরিত্রসমূহই তাদের বিচিত্র সব ক্রিয়াকর্মের মধ্য দিয়ে হাস্যরসের জোগান অব্যাহত রাখে।

সেই প্রেক্ষিতেই, বিভিন্ন ধরনের প্রহসনের মধ্যে বর্ণিত কাহিনি (গল্প), আখ্যান বা ঘটনাকে লক্ষ্য করে আমরা তার নাম দিয়েছি 'হাসির গল্পে প্রহসন'।

'হাসির গল্পে প্রহসন'-এ নির্বাচিত প্রথম লেখাটি (ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'কলিকাতা কমলালয়') প্রকাশ পেয়েছিল আজ থেকে ১৮৩ বছর আগে। ১৮২৩ খ্রিস্টাব্দে।

'হাসির গল্পে প্রহসন' শীর্ষক দশ খণ্ডের গ্রন্থাবলিতে সেকালের বিখ্যাত ও অতিজনপ্রিয় যে ঐতিহাসিক লেখাগুলি প্রকাশ করা হল, ইতিমধ্যে তার অনেকগুলি বিস্মৃতির অতলে চলে যেতে বসেছিল।

সেই লেখাগুলি কবে প্রকাশিত হয়েছিল, প্রথম অভিনীত হয়েছিল কোথায়, সমকালের দর্শক, গবেষক, বুদ্ধিজীবীদের কাছে তার প্রতিক্রিয়া কেমন হয়েছিল; সর্বোপরি সেই দশজন স্বনামধন্য লেখক ও তাঁদের নির্বাচিত রচনাগুলি নিয়ে প্রতিটি খণ্ডেই বিস্তৃত আলোচনা করেছি। তথ্যসমৃদ্ধ একটি পৃথক ভূমিকায় ধরতে চেয়েছি প্রহসন-ব্যাপারটিকেও।

মোটের উপর অনুপুঙ্খ তথ্যাদিসহ হারিয়ে যাওয়া সেকালের বিখ্যাত প্রহসনগুলি পুনরুদ্ধার করে পাঠকের সামনে তুলে ধরতে পেরে, আমরা এই কাজটির মধ্য দিয়ে একটা ঐতিহাসিক-সামাজিক দায়িত্ব পালনের চেষ্টা করেছি।

'আমরা' অর্থে দ্বিতীয়জন অবশ্যই 'পুনশ্চ'-র কর্ণধার শ্রী সন্দীপ নায়ক; যাঁর জন্য দশ খণ্ডের 'হাসির গল্পে প্রহসন' প্রকাশের মুখ দেখতে পেল।

দুষ্প্রাপ্য লেখাগুলি সংগ্রহের ব্যাপারে যে-সব গ্রন্থাগার ও ব্যক্তির সহায়তা পেয়েছি, তাঁদের সকৃতজ্ঞ অভিনন্দন জানাই। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য ঃ 'উত্তরপাড়া জয়কৃষ্ণ পাবলিক লাইব্রেরি' (শ্রীমতী স্বাগতা দাসমুখোপাধ্যায়, শ্রী প্রণবেশ চক্রবর্তী), 'দি ইয়ং মেনস্ অ্যাসোসিয়েশন, শেওড়াফুলি' (শ্রী শুভেন্দু মুখোপাধ্যায়, শ্রী মদন ব্যানার্জি), 'শ্রীরামপুর পাবলিক লাইব্রেরি অ্যান্ড মিউচুয়্যাল ইমপ্রুভমেন্ট অ্যাসোসিয়েশন' (শ্রীমতী আনন্দময়ী দাশগুপ্তা), 'শ্রীরামপুর কলেজ লাইব্রেরি' (শ্রীমতী বহ্নিশিখা দেবনাথ, তমাল ও রাজশ্রী) এবং শ্রাবণী দাস ও শ্রী বিমল গঙ্গোপাধ্যায়।

ইতিপূর্বে আমার সম্পাদিত এবং 'পুনশ্চ' প্রকাশিত 'নানা রূপে সত্যজিৎ', 'নকশাল আন্দোলনের গল্প' ও 'বাংলার ছোটগল্প' (দশ খণ্ড) গ্রন্থগুলি পাঠকদের কাছে বিশেষ সম্মান ও সমাদর লাভ করায় আমি কৃতজ্ঞ। এবারেও আশা করব দশ খণ্ডের 'হাসির গল্পে প্রহসন' পাঠকের ভালো লাগবে। আর তাহলেই সম্পাদকের দীর্ঘদিনের পরিশ্রম সার্থকতা পাবে।

শ্রীরামপুর
বইমেলা, ২০০৬

(ড. বিজিত ঘোষ)

য্যায়সা-কা-ত্যায়সা

চরিত্র

পুরুষগণ

হারাধন	:	"মানিয়া" গ্রস্ত বড়লোক (পর হইবার আশঙ্কায় কন্যার বিবাহদান-বিরোধী)
রসিকমোহন	:	প্রেমোন্মত্ত যুবা (রতনমালার অনুরাগী)
সনাতন	:	হারাধনের প্রতিবাসী
মাণিক	:	হারাধনের ভৃত্য (গরবের অনুরাগী)
মিঃ নন্দী	:	(দ্রুতভাষী)
মিঃ ঢোল	:	(মন্থরভাষী) এলোপ্যাথিক ডাক্তারদ্বয়

জহুরী, এসেন্সওয়ালা, ছবিওয়ালা, পোষাকওয়ালা, হোমিওপ্যাথিক-ডাক্তার, বৈদ্য, হাকিম, পশু-চিকিৎসক, ড্রেসার, গো-বৈদ্য, বাদ্যকারগণ, পুরোহিত, নাপিত, মালী, বরযাত্রী, কন্যাযাত্রীগণ ইত্যাদি।

স্ত্রীগণ

রতনমালা	:	হারাধনের কন্যা (রসিকমোহনের অনুরাগিনী)
গরব	:	হারাধনের গৃহে প্রতিপালিতা দাসী

ধাত্রীদ্বয়, জোঁকওয়ালী, বেদিনী, এয়োগণ, বঙ্গরমণিগণ, পুরস্ত্রিগণ ইত্যাদি।

প্রস্তাবনা

গীত

দুনিয়া পুরোনো, হেথা চলবে না কো নয়া ঢং।
হিঁদুয়ানি টপকে গেলে, কালি মেখে সাজবে সং।।
যতটা সয় রয়, তার বেশী ভাল নয়,
চাল বেচাল কি হিঁদুর ঘরে সয়?
বেচালে বেজায় নাকাল, দেখিয়ে দেবে রং বেরং।।
সেয়ানা যে শুনে শেখে সেও ভাল যে শেখে দেখে,
বেকুবের হাড়ে হাড়ে শিখতে হয় ঠেকে;
নাক কান আপনি মলে, তালি দে লোক দেখে রং।।

প্রথম দৃশ্য

হারাধনের বাটী

(হারাধনের প্রবেশ)

হারা। বেটাদের বায়না কত — দশ হাজার নগদ, বিশহাজার গয়না, হীরে মাণিক, সোণারূপোর খাট বিছানা, আবার নিজের মেয়েটি; চোর দায়ে ধরা পড়েছি — সাদি নেই দেঙ্গা! আমার মেয়ে বড় হুয়া তো কার বাবার কেয়া হুয়া! বে কভি নেহি দেঙ্গা! জাত জাঙ্গা? — জাঙ্গা জাঙ্গা! বটে — বে দেবো! বেটারা লুচি খাবেন? আর আমার মেয়ের সঙ্গে গাঁটছড়া বেঁধে নবাবের-বেটা-নবাব জামাই বাড়ী নিয়ে যাবেন — আবার দান সামগ্রী দাও — টাকা দাও — সে পাত্র আমি নই, সে পাত্র আমি নই।

(মাণিকের প্রবেশ)

মাণিক। আজ্ঞে সে পাত্র আপনি লয়, সে পাত্র আপনি লয়।
হারা। দেখ মাণকে, তুই একটু বুঝিস সুঝিস্—
মাণিক। আজ্ঞে হাঁ।
হারা। বল দেখি — মেয়ে আমার কি আর কার?
মাণিক। আজ্ঞে — আজ্ঞে—
হারা। চোপরাও বেটা — বল মেয়ে আমার কি কার?
মাণিক। আজ্ঞে কোন্ মেয়েটি?
হারা। বল বেটা, আমার মেয়ে আর কোন্ মেয়ে?
মার্ণিক। আজ্ঞে আপনকারই মেয়ে, আপনকারই মেয়ে।
হারা। তবে আর কে কি বলে!
মাণিক। আজ্ঞে কে কি বলে, কে কি বলে?
হারা। ষোল বছরের মেয়ে হয়েছে — হোক।
মাণিক। আজ্ঞে হোক — হোক।
হারা। তবে আর কি!
মাণিক। আজ্ঞে তবে আর কি।
হারা। খপরদার বেটা, কারুকে বাড়ী ঢুকতে দিবি নি।
মাণিক। আজ্ঞে তা কি হয় — বাড়ী ঢুকবে কে?
হারা। দেখ — ঘটক বেটাকে দেখবি আর অমনি দোরে খিল দিয়েছিস।
মাণিক। আজ্ঞে হুড়কো দেবো।
হারা। শোন্ মাণ্‌কে — বেটাদের আস্পর্দ্ধার কথা শোন্ —

মাণিক। আজ্ঞে শুনবো বই কি — শুনবো বই কি।

হারা। এখনি শোন বেটা।

মাণিক। আজ্ঞে কাণ পেতে খাড়া রয়েছি।

হারা। বেটারা বলো — ষোল বছরের মেয়ে হলো, একটি পাত্র ডেকে এনে বে দাও। আবার বলে, — দান সামগ্রী দিয়ে বে দাও; আবার বলে — নগদ কিছু দিতে হবে। শুনেছিস্ বেটাদের আস্পর্দ্ধা?

মাণিক। আজ্ঞে খুবই গর্‌জে কথা বলে — খুবই গর্‌জে কথা বলে।

হারা। আবার শোন্ — বলে, দৌহিত্র হবে।

মাণিক। আজ্ঞে তা কি হয় — তা কি হয়!

হারা। বলে — আমরা বিষয় ভোগ করবে।

মাণিক। ইঃ — তা আর করতে হয় নি!

হারা। তবে আর কি — আমি চল্লুম, তুই হুঁসিয়ার থাকিস্।

মাণিক। আজ্ঞে খুব হুঁসিয়ার রইলুম।

হারা। দেখিস্।

দ্বিতীয় দৃশ্য

হারাধনের বাটীর সম্মুখ — বাটীর মধ্যে মাণিক

(গরবের প্রবেশ)

গরব। (স্বগত) আমারও যেমন পোড়া কপাল, দিদিমণিরও তেমনি। ভাগ্যিস গিন্নী ঠাঁই দিয়েছিল, তাই পেটের জ্বালায় ভিক্ষে করতে হয় নি। আহা মাগী যেন মেয়ের মতন করে পেলেছে। আর তার মেয়ের এই পোড়া কপাল! আমার যেন বাবা টাকাকড়ি দিতে পারে নাই তাই বে হলো না। ওমা, বুড়ো মিন্সে, টাকার কাঁড়ির উপর বসে আছিস, তুই মেয়ে আইবুড়ো রাখছিস কি দুঃখে! দিদিমণি যে তেমন নয়, তা নইলে ওই তো রসিক বাবু — ঘুর ঘুর করে ঘোরে, দিদিমণিও জানালা দিয়ে চেয়ে থাকে। আমরা হতুম, জানালা দিয়ে উলে গিয়ে বে ক'রে, তবে আর কাজ।

মাণিক। (ভিতর হইতে) এই গরবি বেটি আসছে, দোর দিই।

(দ্বার বন্ধকরণ)

গরব। (অগ্রসর হইয়া) মাণ্‌কে, দোর দিচ্ছিস্ কেন?

মাণিক। কর্ত্তা না তোরে পাড়া বেড়াতে মানা করেছে, আবার পাড়া বেড়াতে গিয়েছ? এই কর্ত্তাকে ডেকে দেখাচ্ছি।

গরব। আহা মাণিক, আমি তোমার জন্যে মরি, আর তুমি আমায় এ রকম কর?

মাণিক। আহা মরো না, মরে দানা পাও।

গরব। তোরে কত সোহাগ করি—

মাণিক। সোহাগ তো ভুড়্ ভুড়্ করে, — "মাণকে, মুখপোড়া, ঝাঁটাখেকো!" আমি কাকুতি মিনতি করি, — "গরব একবার চাও না!" চাইতে বল্লে মুখে থুতকুড়ি দিয়ে যাও, — আজ তেমনি থেঁত্‌লান থেঁত্‌লাবো।

গরব। তবে আমি বামুন বাড়ীর হীরের কাছে চল্লাম, আমার মনের কথা তাকে বলিগে।

মাণিক। কেনে, তাকে বলবি কেনে—আমার কি কাণ নাই, আমি কি শুনতে জানি নে?

গরব। তবে শোনো মাণিক, শোনো — (ফুস্ ফুস্ শব্দকরণ)

মাণিক। একটু গলা হাঁকারে বল — ওমন ফুস্ ফুস্ করলে শুনবো কেমন করে?

গরব। তুই দোরের আড়াল হতে শুনতে পাচ্ছিস নে।

মাণিক। তুই গলা হাঁকারে বল্ দেখি — কেমন শুন্‌তে না পাই।

গরব। (স্বগত) ছোঁড়া আমায় ভালবাসে, বলে তো আমাদের জাত। মুখপোড়া যেন পায়ে পায়ে ঘোরে। ওইতে তো আমার রাগ হয়।

(অস্পষ্ট শব্দকরণ)

মাণিক। আরে বুঝ্‌তে লার্‌চি।

গরব। দোর দিয়ে কি বোঝা যায়?

মাণিক। বোঝা যায় না। — তুই ঠায়ে বল্লেই বুঝ্‌বো।

গরব। ও মনের কথা — ঠায়ে বল্লেও বোঝা যায় না। কই তুই বল দেখি, কেমন বুঝতে পারি?

মাণিক। ও গরব — গরবমণি—

গরব। আ মর মুখপোড়া — কি ফুসফুস কচ্চে দেখ্।

মাণিক। ফুসফুস করবো কেনে? এই যে গলা হাঁকারে বলছি — ও গরব — গরবমণি — তুমি আমায় বে করবে?

গরব। এই দেখ, কি তড়্‌তড়্ তড়্‌তড়্ করে, আমি একটিও বুঝতে পাচ্ছি নে।

মাণিক। বুঝতে পাচ্ছিস্ নে — তবে শোন। (দোর খুলিয়া বাহিরে আসিয়া) ও গরব — গরবমণি — আমি তোমার জন্যে মরি!

গরব। ও মাণিক— মাণিকচাঁদ, — তোমার কাণে একটা মনের কথা বলি — দাঁড়াও।

মাণিক। আচ্ছা কি বলবি বল?

গরব। তুই চোখ বুজে কাণ পেতে দাঁড়া, আমি আস্তে আস্তে মনের কথা বলবো, নইলে কেউ শুনতে পাবে।

মাণিক। আচ্ছা, আমি চোখ মুদে দাঁড়িয়েছি, তুই বল। (চক্ষু মুদিয়া দণ্ডায়মান)

গরব। আচ্ছা, আমি বলছি, তুই দাঁড়া। (বাটীর ভিতরে প্রবেশ করিয়া দ্বার বন্ধ করণ)

মাণিক। কই, বল্লি নি?

গরব। (ভিতর হইতে) তুই দাঁড়া — কর্ত্তাকে বলি, তুই পাড়া বেড়াতে গিয়েছিলি।

মাণিক। ও গরব — তোমার পায়ে ধরি, দোর খুলে দাও গরব!

গরব। না— তুই দাঁড়া, আগে কর্ত্তাবাবুকে বলি, তুই সনাতন বাবুর কাছে সম্বন্ধ করতে গিয়েছিলি।

মাণিক। দই — গরবের দই — এই নাক রগুড়ছি — কাণ মলছি, ঘাট করেছি — আর অমন করবো নি।

গরব। আমি যা বলবো — তা শুনবি?

মাণিক। শুনবো — শুনবো — ঘাড় একাশি করে শুনবো, তুই যা বলবি শুনবো।

গরব। আচ্ছা, তবে আয়। (দোর খুলিয়া দেওন)

উভয়ের গীত

মাণিক। নাক কাণ মলালি, এখন পীরিত একটু কর!
গরব। ওমা ছিঃ ছিঃ, তোর পীরিতে ভূতে করবে ভর!
মাণিক। গরবিনী গরবমণি, কও না কথা, চাও না ফিরে!
গরব। মুখখানা তোর গোমড়া পানা, আঁতকে উঠি, চাইবো কিরে?
মাণিক। এত তোর গরব কিসে?
গরব। রূপের গরব — মর মিন্সে!
মাণিক। তাইতে তো আছি মরে!
গরব। মরেছিস বলসি কিরে? দেখি দাঁড়া নুড়ো ধরে!
মাণিক। ইসঃ তোর সোহাগ ভারি! এতটা করবি কদর?
গরব। করবো না কদর? সাত রাজার ধন সোনার মাণিক — তুই কি আমার পর!

[উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য

হারাধনের বৈঠকখানা

(হারাধনের প্রবেশ)

হারা। ওঃ, শাস্ত্র কি মিছে! — গিন্নী যদি মলো তো মেয়ে বিইয়ে গেল! তাইতে তো বলে বিপদ একলা আসে না। মেয়ে যদি বিয়োলো তো মেয়ে বড় হলো, — কোত্থেকে পাড়ার লোকও জুট্‌লো — বলে বে দাও। আচ্ছা মেয়ে হবি হ — বড় হবি হ — তো মুখ গুমড়ে অমন বসে থাকবি কেন? কেন — তা আমায় বোঝা! কথাই কইবে না — তো বোঝাবে কি? এই দেখ দেখি, এই এতগুলি বিপদ একেবারে ঘাড়ে চাপলো! আবার বিপদ — মেয়েটাকে না দেখলে বাঁচি নে! মেয়েটার হাসি না দেখলে বাঁচি নে! মনে করলুম তোয়াক্কা রাখবো না; — মন খারাপ হবে — টাকা নাড়বো-চাড়বো। টাকা নেড়েও সোয়াস্তি পাই নে, মেয়েটাকে মনে পড়ে!— মেয়েটার কি হলো — তাই তো — কি হলো—